তারিখ ... 23 SEP 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭ ...

দৈনিক খবর

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর ৩৮ লাখ ছেলে-মেয়েকে স্কুল ভর্তি করা হবে। দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, উচ্চ বিদ্যালয় এমনকি কোন কোন কলেজের মোট ৪৪ হাজার ২শ' ৩৬টি কক্ষে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের ছাত্রদের ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কার্যক্রম অনুসারে ৫ থেকে ১০ বছর বয়সের অক্ষরজ্ঞানশূন্য শিশুদের স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে ভর্তি করা হবে। আরও উল্লেখযোগ্য যে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সরকার আলোচ্য কার্যক্রমের সাথে পার্লামেন্ট সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান এবং সদস্য, স্কুল-কলেজের ছাত্র-শিক্ষক, আনসার, ভিডিপি, পুলিশ, উপজেলা পর্যায়ের কৃষিকর্মী এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১শ' ৫০ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় কমিটি এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে।

জাতীয় উত্তরণের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন হচ্ছে শিক্ষা। জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমেই একটি দেশ তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছতে পারে। কেননা একটি দেশের জন্যে জনসম্পদই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। জনসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার তখনই নিশ্চিত হতে পারে যখন কোন দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা সম্ভব। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে এই বাস্তবতাই আমরা প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশ জনশক্তি সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও এর যথাযথ ব্যবহারে আমরা অক্ষম। কারণ আমাদের দেশের ৭৬ শতাংশ মানুষই নিরক্ষর। নিরক্ষরতা একটি দেশের জন্য অভিশাপ ছাড়া কিছুই নয়। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আমাদের সার্বিক পশ্চাৎপদতার মূলে রয়েছে নিরক্ষরতার অভিশাপ।

এই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য অতীতে বহু আশার বাণী শোনানো হয়েছে। জাতির জন্যে প্রণীত একাধিক শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, কোন সরকারের আমলেই এ ব্যাপারে কার্যকর কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। বর্তমান সরকারের আমলেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন অনুসারে ১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাস থেকে দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বাস্তবায়নপর্ব শুরু হবে। এবং ৫ থেকে ১০ বছর বয়সের অক্ষরজ্ঞানশূন্য শিশুদের স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে ভর্তি করা হবে। আইন অনুসারে অভিভাবকগণ অক্ষরজ্ঞানশূন্য ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণে বাধ্য থাকবেন। প্রাথমিকভাবে সতর্ক করার পরও যদি অভিভাবকগণ স্ব স্ব ছেলে-মেয়েদের স্কুলে প্রেরণ না করেন তাহলে উক্ত আইন অনুযায়ী অভিভাবকদের বিভিন্ন দন্ড প্রদানের বিধি রয়েছে।

জনগণকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে সরকারের এই আইনগত ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিকভাবে কিছু সমস্যা দেখা দেবে। যেমন স্কুল, শিক্ষক এবং শিক্ষা উপকরণের অভাব দেখা দেয়ার সম্ভাবনা শতকরা একশ' ভাগ। আইনটি যখন কার্যকর হবে তখন অভিভাবকরা স্কুল বয়সী ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করতে বাধ্য থাকবেন। স্বাভাবিক কারণেই তখন দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলোর ওপর অসম্ভব চাপ পড়বে। সেই চাপ বহন করার মত ক্ষমতা প্রাথমিক স্কুলগুলোর নেই। সেজন্যেই আমরা ইতিপূর্বে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা ও মক্তবকে এই কাজে ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলাম। ডবল শিফট চালু করে এই সমস্যার একটা আপাত সমাধানের কথা আমরা উল্লেখ করেছিলাম। আশার কথা, সরকার সেভাবেই সমস্যাটি সমাধানের চিন্তা-ভাবনা করছেন বলে মনে হয়। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে কতদূর কি হয়েছে তা আমরা জানি না। যদি আগামী জানুয়ারী মাস থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় তাহলে অন্ততঃ ৪০/৫০ হাজার নতুন শিক্ষকের দরকার। এবং নিয়োগের কাজও মাস খানেকের মধ্যেই সম্পন্ন হওয়া দরকার। এরপর রয়েছে পাঠ্য বইয়ের সমস্যা। স্বাভাবিক সময়ের চাইতে আগামী শিক্ষা বছরে প্রাথমিক স্কুলের জন্য আরো অনেক বেশী পাঠ্য বইয়ের প্রয়োজন হবে। সে ব্যাপারে কতদূর কি হয়েছে-তাও আমরা জানি না। আশা করছি-এসব সমস্যার প্রশ্নে সরকার সজাগ আছেন এবং প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার আইনগত ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। এ কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে সেদিকেও নজর রাখতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে স্কুল ত্যাগ না করে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। এক হিসেবে জানা যায়, শতকরা ৬৩ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবছর স্কুল ছেড়ে দেয়। এই প্রবণতা রোধ করতে হবে। নতুবা স্কুলে ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়ে কোন ফায়দা হবে না। তাছাড়া নিরক্ষরদের মধ্যে বয়স্ক লোকদের সংখ্যা ৬০ শতাংশেরও বেশী। এদের জন্যেও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামে গ্রামে এবং পাড়ায় পাড়ায় নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে এ ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার জন্য সরকারী কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগও থাকা চাই। সমাজের শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠী এ ব্যাপারে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসলে ভালো হয়। বস্তুতঃ জনগণকে শিক্ষামুখী করার জন্য সকল প্রকার শিক্ষা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। নতুবা লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সকল প্রয়াসই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।